কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫৭ ❑ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ❑ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ ❑ ১৭ ভাদ্র-১৫ কার্তিক ❑ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ ❑ ১৪৪৬ হিজরি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ রুহুল আমিন খান
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ ওসমান ভুইয়া
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ মজিবর রহমান
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ)
মোঃ আশরাফুজ্জামান
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান
সচিব

সম্পাদক
মঈনুল ইসলাম
ই-মেইল : biswasrakeeb@gmail.com

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

সহযোগিতায়
মেহেদী হাসান, গ্রন্থাগারিক

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ, ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
এস এ এম সাঈব
জনসংযোগ কর্মকর্তা

মুদ্রণে : এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন
১১২/২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৯৭১৭৮৮৫৩৩

সম্পাদকীয়

১৬ অক্টোবর ২০২৪ বিশ্ব খাদ্য দিবস ও বিএডিসি'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী খাদ্য নিরাপত্তার সাথে একইসূত্রে গাঁথা। উদ্দেশ্য একই শুধু পরিধি ভিন্ন। অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও প্রতিবছর যথাযথভাবে এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত ১৬ অক্টোবর রাজধানীর র্ফামগেটের বিএআরসি মিলনায়তনে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)। এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'উন্নত জীবন ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য খাদ্যের অধিকার'। ১৯৬১ সালের ১৬ অক্টোবর কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচি মাথায় নিয়ে বিএডিসি যাত্রা শুরু করে। দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার টেকসই রূপ দিতে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ এবং রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের উপকরণ ও প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএডিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় সৌদি আরব, তিউনিশিয়া, মরক্কো, বেলারুশ, রাশিয়া ও কানাডা হতে নন-ইউরিয়া সার আমদানি এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণের মাধ্যমে পতিত জমি আবাদি জমিতে রূপান্তর করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ভেতরের পাতায় .....

কৃষি খাতে উৎপাদন নির্বিঘ্ন করার জন্য সরকার সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে- কৃষি উপদেষ্টা.....০৩
দেশে সারের কোন সংকট নেই -কৃষি উপদেষ্টা.....০৪
পাটের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার-কৃষি উপদেষ্টা.....০৫
কৃষি উপদেষ্টার সাথে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ.....০৬
বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করলেন কৃষি উপদেষ্টা.....০৭
বিএডিসি'র বিভিন্ন উইংয়ের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে চেয়ারম্যানের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত.....০৮
বিএডিসি'র প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত.....০৯
দানাশস্যবীজ শোধন: বিএডিসি'র প্রেক্ষাপটে যৌক্তিকতা ১১
ধানবীজের চাষাবাদ পদ্ধতি.....১৩
ঝালকাঠিতে বীজের আপদকালীন মজুদ কর্মসূচি (বীআমক) জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষির সফলতার গল্প.....১৬
অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসের কৃষি.....১৭

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ই-মেইল : prdbadc@gmail.com , ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

কৃষি খাতে উৎপাদন নির্বিঘ্ন করার জন্য সরকার সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে- কৃষি উপদেষ্টা

রাজধানীর খামারবাড়িস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)

কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেছেন, কৃষি খাতে উৎপাদন নির্বিঘ্ন করার জন্য সরকার সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

উপদেষ্টা গত ১৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে রাজধানীর খামারবাড়িস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

কৃষি উপদেষ্টা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে কৃষি অবকাঠামো ও ফসল, গবাদিপশু ও মাছের খামার ক্ষতিগ্রস্ত হলেও দেশে সকলের জন্য খাদ্য সরবরাহে কোন ঘাটতি হবে না।

উপদেষ্টা বলেন, স্বাধীনতার সময় এদেশের প্রায় সাড়ে ৭কোটি মানুষের খাদ্য যে জমিতে উৎপন্ন হতো এখন জমির পরিমাণ কমলেও প্রায় ১৮ কোটি মানুষকে খাওয়ানো সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ৪ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে। দেশ বর্তমানে দানা জাতীয় খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পর্যাপ্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার বিশেষ করে ফল, সবজি, ডাল, তেল, মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম ইত্যাদির উৎপাদনেও আমাদের সক্ষমতা কয়েকগুণ বেড়েছে।

উপদেষ্টা বলেন, দেশে সকলের জন্য খাদ্য সরবরাহে কোন ঘাটতি হবে না। তবে, আমাদের এ প্রত্যাশা সহজেই পরিপূর্ণতা পাবে যদি আমরা বড় উদ্বেগের জায়গা, খাদ্যপণ্যের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি এবং অপচয় হ্রাস করতে পারি। আধুনিক ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সুশৃংখল ও আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যের অপচয় রোধ করতে উপদেষ্টা সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে একক এবং যৌথভাবে বিনিয়োগের উদ্যোগ নেয়ার আহবান জানান।

উপদেষ্টা বলেন, সাম্প্রতিক গবেষণায় দেশে কৃষিপণ্য সংগ্রহোত্তর অপচয় ও ক্ষতির পরিমাণ ফসলের ক্ষেত্রে ১০ থেকে ৪০ শতাংশ, বিশেষত শাক-সবজি এবং ফলে অপচয় এবং ক্ষতির হার সবচেয়ে বেশি যা প্রায় ৪০ শতাংশ। উৎপাদিত খাদ্যপণ্যের একটা বড় অংশ ভোক্তা পর্যায়ে অপচয় হচ্ছে। দেশে বছরে জনপ্রতি প্রায় ৮২ কেজি খাদ্য অপচয় হয় বলে উপদেষ্টা জানান। উপদেষ্টা খাদ্য অপচয় রোধে সচেতনতা বাড়ানোর উপর জোর দেন।

কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য সচিব মো. মাসুদুল হাসান এবং এফএও এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. জিয়াওকুন শি।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য) ও সার্ক কৃষি কেন্দ্র, ঢাকার পরিচালক ড. মোঃ হারুনূর রশীদ। এছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শেষে উপদেষ্টা বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

উল্লেখ্য, এবছর বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য `Right to foods for a better life and a better future' অর্থাৎ 'উন্নত জীবন ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য খাদ্যের অধিকার'।

দেশে সারের কোন সংকট নেই -কৃষি উপদেষ্টা

কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, দেশে ডিসেম্বর পর্যন্ত পর্যাপ্ত সারের মজুদ রয়েছে, কোন সংকট হবে না। কৃষকরা চাহিদামাফিক সার ক্রয় ও ব্যবহার করতে পারবে।

উপদেষ্টা গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে দেশের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা, বন্যার্তদের পুনর্বাসনে গৃহীত পদক্ষেপ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)-এর কার্যক্রম সর্ম্পকে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ানসহ মন্ত্রণলয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

উপদেষ্টা বলেন, সার আমদানির প্রক্রিয়া স্বাভাবিক আছে। ভবিষ্যতে সংকট হতে পারে এ শঙ্কায় অতিরিক্ত সার ক্রয় বা মজুদ না করার জন্য উপদেষ্টা আহবান জানান। কৃষি উপদেষ্টা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসন কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে দ্রুত সম্পন্ন করার জন্যও সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন।

উল্লেখ্য, ১৬ আগস্ট ২০২৪ তারিখ থেকে আকস্মিক বন্যায় দেশের ২৩টি জেলায় ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ জেলাসমূহে মোট ৩ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৩৩ হেক্টর জমি প্লাবিত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ফসলি জমির পরিমাণ ২ লক্ষ ৮ হাজার ৫৭৩ হেক্টর। ফসল উৎপাদনে ক্ষতির পরিমাণ ৭ লক্ষ ১৪ হাজার ৫১৪ মে.টন, যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৩,৩৪৬ কোটি টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা ১৪ লক্ষ ১৪ হাজার ৮৯ জন। বন্যায় আক্রান্ত ২৩টি জেলার মোট আবাদকৃত ফসলের শতকরা ১৪.৫৮ ভাগ নষ্ট হয়েছে।

বন্যায় অধিক আক্রান্ত ৭টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ: ফেনী ৩৫,৬৭৩ হেক্টর (৮০%), নোয়াখালী ৩৮,৪৫৬ হেক্টর (৩৭%), কুমিল্লা ৪৯,৬০৮ হেক্টর (৩৬%), লক্ষ্মীপুর ১৫,৬২৬ হেক্টর (৩৩%), চট্টগ্রাম ২৩,৯৯২ হেক্টর (১৬%), মৌলভীবাজার ১৫,২২২ হেক্টর (১২%) ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৮.৩২৬ হেক্টর (৩৫%)।

বন্যায় জেলাগুলোর রোপা আমন ১,৪১,৬০৯ হেক্টর, আউশ ৩৮,৬৮৯ হেক্টর, বোনা আমন ৭৬৪ হেক্টর, রোপা আমন বীজতলা ১৪,৯০৮ হেক্টর ও শাকসবজি ১১,২৯০ হেক্টর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া আদা, হলুদ, আখ, পান, মরিচ, তরমুজ, পেঁপে, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ, টমেটো ইত্যাদি ফসল এবং ফলবাগান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বন্যা মোকাবিলায় ফসলের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বন্যাত্তোর পরিস্থিতিতে রোপণের জন্য আমন ধানের বীজ বিতরণ ও বীজতলা প্রস্তুত করা, কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান এবং কমিটির মাধ্যমে সামগ্রিক কার্যক্রম সমন্বয় ও মনিটরিং করা হচ্ছে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে পুনর্বাসন কর্মসূচি বাবদ ৯টি জেলায় (কুমিল্লা, চাঁদপুর, বি- বাড়িয়া, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কক্সবাজার, লক্ষীপুর ও খাগড়াছড়ি) রোপা আমন চাষের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ১৩ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে আমন ধানের ৪০০ মে.টন বীজ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়। উপকারভোগী কৃষক পরিবারকে ১০ কেজি ডিএপি সার, ১০ কেজি এমওপি সার এবং নগদ ১০০০ টাকা (মোবাইল/অনলাইন ব্যাংকিং) প্রদান করা হচ্ছে। এতে ১০,৬৬৭ হেক্টর জমি রোপা আমন চাষের আওতায় আসবে এবং উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা ৮০,০০০ জন।

বন্যা কবলিত জেলাকে গুরুত্ব প্রদান করে ৬৪ জেলায় ১২ টি ফসলে (গম, ভুট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, সয়াবিন, পেঁয়াজ, মুগ, মসুর, খেসারি, ফেলন ও অড়হড়) রবি মৌসুমে প্রণোদনা/পুনর্বাসনের জন্য ১৬৪.৭৯ কোটি টাকা অর্থছাড় করা হয়েছে, যাতে ১৬.৪১ লক্ষ কৃষক উপকৃত হবে। পরবর্তীতে শীতকালীন শাকসবজি উৎপাদনে জন্য ২২.৮৪ কোটি টাকা ১.৫ লক্ষ কৃষককে প্রণোদনা প্রদানের জন্য অর্থ ছাড় করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর বিভিন্ন খামারে ২২.৫ একর জমিতে চারা উৎপাদনের জন্য ৪৫০০ কেজি আমন ধানের বীজ বপন করা হয়েছে। উৎপন্ন চারা দিয়ে ৪৫০ একর (১৩৫০ বিঘা) জমিতে আমন ধান আবাদ করা সম্ভব হবে।

আগামী ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ হতে ২৫ সেপ্টেম্বর ২৪ তারিখের মধ্যে ফেনী, নোয়াখালী ও খাগড়াছড়ি জেলায় মোট ২৫০০ টি কৃষক পরিবারের নিকট রোপা আমন ধানের চারা পৌঁছাবে, যা দিয়ে ২৫০০ বিঘা জমিতে আমন ধান আবাদ করা হবে। এর মধ্যে বিএডিসি কর্তৃক সরবরাহকৃত বীজে ১৩২৫ বিঘা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সরবরাহকৃত বীজে ৩৭৫ বিঘা, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক সরবরাহকৃত বীজে ৪৫০ বিঘা এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক সরবরাহকৃত বীজে ৩৫০ বিঘা জমিতে রোপা আমন ধান চাষ করা হবে। বিএডিসি'র মধুপুরস্থ খামারের ১.৫০ একর উঁচু জমিতে আমন ধানের বীজ রোপন করা হয়েছে, যা দ্বারা ফেনী জেলার মহিপালে অবস্থিত খামারের ক্ষতিগ্রস্ত ২৫ একর (৭৫ বিঘা) জমিতে আমন ধান আবাদ করা হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় কুমিল্লা সেনানিবাসে ২.৫০ একর (৭.৫ বিঘা) জমিতে চারা তৈরি করে ক্ষতিগ্রস্ত দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলার কৃষক পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI) ১২০০ কেজি বীজের চারা ২৪০টি কৃষক পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করবে মর্মে আশ্বাস পাওয়া গেছে। বেসরকারী সংস্থা সিনজেন্টা কর্তৃক ১৫ মে.টন বীজ ৫ কেজি হারে ৩০০০ কৃষক পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

পাটের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার-কৃষি উপদেষ্টা

রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউস্থ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে গবেষক ও বিজ্ঞানীদের সাথে মতবিনিময় করছেন কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেছেন, সরকার পাটের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে।

উপদেষ্টা গত ২৮ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউস্থ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে গবেষক ও বিজ্ঞানীদের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফকালে এসব কথা বলেন।

এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান ও বাংলাদেশের পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. নার্গিস আক্তার উপস্থিত ছিলেন।

উপদেষ্টা পাটের তৈরি পণ্য সবচেয়ে বেশি পরিবেশ বান্ধব উল্লেখ করে বলেন, পাটের ভবিষ্যত অবশ্যই আছে, এর বহুল ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। পাট শাক, পাটের চাও খাওয়া যায়।

পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে দেশে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হতো-উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, এখন আর সেই দিন নেই। কৃষক অন্য কিছু উৎপাদন করে লাভবান হয়, তাই পাট চাষে আগ্রহী হয় না। তাই কিভাবে পাটের উৎপাদন বাড়ানো যায়-তা নিয়ে আজকে এ সম্পর্কিত বিজ্ঞানীদের সাথে আলোচনা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত ৫৬ ধরনের পাটজাত আবিষ্কার করেছেন। পাটের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে সরকার সচেষ্ট। পাট চাষে কৃষককে উৎসাহিত করার উপর গুরুত্ব দেন উপদেষ্টা।

সরকার পলিথিন ব্যবহার বন্ধে শক্ত অবস্থানে রয়েছে উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, ইতোমধ্যে বাজারে পলিথিনের ব্যবহার অনেক কমে গেছে। আগামীতে পুরোপুরিই বন্ধ হয়ে যাবে, হয়তো কিছু সময় দিতে হবে।

তিনি বলেন, পলিথিন বন্ধ করে এর বিকল্প হিসেবে পাটের তৈরি ব্যাগ বাজারজাতের চেষ্টা করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের পাটের ব্যাগ নমুনা হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। এখন চেষ্টা করা হচ্ছে-কিভাবে কম দামে পাটের ব্যাগ সরবরাহ করা যায়।

মতবিনিময়কালে কৃষি উপদেষ্টা পাট বীজ উৎপাদন বাড়ানো, সাশ্রয়ী মূল্যে পাটজাত দ্রব্য সরবরাহের উপায় খোঁজা, কৃষকদের জন্য পাটচাষ লাভজনক করার উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করার জন্য বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন। পরে উপদেষ্টা ইনস্টিটিউট এর বিভিন্ন ইউনিট পরিদর্শন করেন।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান হিসেবে জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান এর যোগদান

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান হিসেবে জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান (৫৮১৯) গত ২ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে যোগদান করেন।

তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১১তম ব্যাচের একজন সদস্য হিসেবে ১৯৯৩ সালে কর্মজীবন শুরু করেন। বিএডিসিতে যোগদানের পূর্বে তিনি জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। চাকুরীজীবনে তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করেছেন।

জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান ১৯৬৬ সালে ঠাকুরগাঁও জেলায় জন্মগ্রহণ করেন ।

কৃষি উপদেষ্টার সাথে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এর সাথে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) প্রতিনিধি ড. জিয়াওকুন শি (Dr. Jiaoqun Shi) এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল রাজধানীর সচিবালয়স্থ কৃষি মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে দেশের সাম্প্রতিক বন্যায় কৃষির ক্ষয়ক্ষতি, কৃষির উন্নয়নে কারিগরী ও পরামর্শ সহায়তা, কৃষিজ পণ্য রপ্তানি বহুমুখীকরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত হয়।

কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এর সাথে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) প্রতিনিধি ড. জিয়াওকুন শি (Dr. Jiaoqun Shi) এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন

শুরুতে কৃষি উপদেষ্টা এফএও এর প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান। উপদেষ্টা বলেন, এফএও অনেক বিষয়ে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করছে, আমরা আশা করি এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। উপদেষ্টা সম্প্রতি বন্যায় আক্রান্ত দেশের ২৩টি জেলার মধ্যে ১১টি জেলায় কৃষিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কথা উল্লেখ করে বলেন, বন্যা পরবর্তী কৃষি পুর্নবাসনে এফএও এর সহযোগিতা প্রয়োজন।

এফএও এর প্রতিনিধি জানান, বাংলাদেশের কৃষিখাতের উন্নয়নে এফএও সবসময় সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। এফএও সবসময় বীজ, কৃষি প্রযুক্তি, কারিগরী ও পরামর্শ সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

এফএও এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি আরও বলেন, বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতে কৃষি মন্ত্রণালয় বাস্তবায়িত Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) প্রকল্পে এফএও কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের পুষ্টিমান নিশ্চিত হবে। পার্টনার প্রকল্পের ১৮টি কর্মসূচিতে কৃষি মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করা হবে বলে এফএও প্রতিনিধি দল সভায় জানান।

কৃষি খাতের বিভিন্ন তথ্য (ডাটা) নিয়মিতভাবে এফএও এর সাথে বিনিময় করার জন্য প্রতিনিধি আগ্রহ জানালে, উপদেষ্টা এ বিষয়ে সবসময় সহযোগিতা করা হবে বলে জানান।

এফএও এর প্রতিনিধি তার সংস্থার এক দেশ এক পণ্য (OCEP-One Country One Product) কর্মসূচির মাধ্যমে সদস্য দেশ সমূহের একটি কৃষি পণ্য/ফসল/ফল রপ্তানিতে সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশের মৌসুমি ফল আম রপ্তানিতে সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশে উৎপাদিত অন্যান্য মৌসুমি ফলসহ বিভিন্ন শস্য রপ্তানি সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণে কাজ করার জন্য এফএও প্রতিনিধিদল আগ্রহ জানালে কৃষি উপদেষ্টা বলেন, আমের পাশাপাশি আমাদের প্রচুর কাঁঠালও উৎপাদন হয়, রপ্তানির অগ্রাধিকারে কাঁঠালকেও রাখা যায়। কৃষি পণ্য রপ্তানির বিষয়ে মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবে বলে উপদেষ্টা জানান।

বৈঠকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, জাতিসংঘ কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (এফএও) এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর বিভিন্ন উইং ও বিভাগ প্রধানগণের সমন্বয়ে সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসের মাসিক সমন্বয় সভা, রাজধানীর দিলকুশাস্থ কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় ।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সম্মানিত চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান। সভায় আলোচ্যসূচিতে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করা হয় । বিএডিসি'র কার্যক্রমের আরও গতিশীলতা আনার জন্য চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট সকলকে সততা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

বিএডিসি'র প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করলেন কৃষি উপদেষ্টা

গত ২৬ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে মাননীয় কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ) ড. নুরুন নাহার চৌধুরী এনডিসি, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি ও অন্যান্য প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

মাননীয় কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা উপস্থিত বিএডিসি'র সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে উপদেষ্টা বলেন, কৃষকরাই দেশ বাঁচিয়ে রেখেছেন। কৃষকদের কোন মূল্যায়ন হয় না। কৃষির মূল তিনটি উপকরণ বীজ, সার ও সেচ বিএডিসি সরবরাহ করে থাকে। কৃষকদের সার্বক্ষণিক সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। আলু বীজের ক্ষেত্রে যাতে কোন সমস্যা না হয় সে বিষয় খেয়াল করতে হবে। আর্থিক বিধি বিধান মেনে কাজ করতে হবে। ছাত্রদের বৈষম্যবিরধী আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে কৃষি উপদেষ্টা বলেন, ঘুষ, চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসহ সকল প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে। ঘুষ ও দুর্নীতি থেকে সরে না আসলে আমাদের দেশের উন্নতি হবে না। আমাদের নিজেদেরকে আগে পরিশুদ্ধ হতে হবে। আমরা যাদের করের টাকায় চলি সে সকল জনগণের সেবা করতে হবে।

মতবিনিময় শেষে বিএডিসি'র সংস্থাপন বিভাগের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

মতবিনিময় শেষে মাননীয় কৃষি উপদেষ্টা বিএডিসি'র বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম পরিদর্শন, ক্যান্টিনের খাবারের মান যাচাই এবং মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন

গত ২৮ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রহুল আমিন খান প্রধান কার্যালয়স্থ বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম আকস্মিকভাবে পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়নে প্রত্যেকের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদনে নির্দেশনা প্রদান করেন। এরই অংশ হিসেবে তিনি বিএডিসি'র গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে পাঠকগণ যাতে সুষ্ঠু চিত্তে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন; সে বিষয়েও নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে সংস্থার সদস্য পরিচালকগণসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রহুল আমিন খান জনসংযোগ বিভাগের অধীন গ্রন্থাগার আকস্মিকভাবে পরিদর্শন করেন

বিএডিসি'র বিভিন্ন উইংয়ের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে চেয়ারম্যানের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বিএডিসি'র প্রশাসন ও অর্থ উইংয়ের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে মতবিনিময়কালে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

গত ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান সংস্থার বিভিন্ন উইংয়ের কার্যক্রম নিয়ে সম্যক ধারণা অর্জন, আলোচনা ও পর্যালোচনাসহ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রশাসন, অর্থ, বীজ ও উদ্যান, ক্ষুদ্রসেচ এবং সার ব্যবস্থাপনা উইংয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সাথে সম্মেলন কক্ষে পর্যায়ক্রমে মতবিনিময় করেন।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদানের পর হতেই বিএডিসি'র কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন, আলোচনা-পর্যালোচনা এবং কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য বিদ্যমান পাঁচটি উইংয়ের সদর দপ্তরস্থ কর্মকর্তাগণের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান মতবিনিময় করেন। এরই ধারাবাহিকতায় চেয়ারম্যান গত ৮ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে কর্মচারীদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে স্ব উদ্যেগে ও স্বেচ্ছায় কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করার বিষয়টি প্রথমবারের মতো পরিলক্ষিত হলো। এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ ও পদক্ষেপের জন্য চেয়ারম্যান মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও একইসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

জাতীয় বৃক্ষমেলায় বিএডিসি'র ২য় পুরস্কার অর্জন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০২৪ এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনসাধারণকে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যায় আগ্রহ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য সরকারি ক্যাটাগরিতে ২য় স্থান অধিকার করে।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর জাতীর বৃক্ষমেলা ২০২৪ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রেজওয়ানা হাসান এর নিকট থেকে বিএডিসি'র পক্ষে সাবেক সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সনদ ও পুরস্কার গ্রহণ করেন। উক্ত সনদ এবং পুরস্কার সংস্থার সাবেক চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি এর নিকট বীজ ও উদ্যান উইং এর প্রধান জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এর নেতৃত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে এগ্রো সার্ভিস ও উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ড. মোঃ ইসবাতসহ অন্যান্য কৃষিবিদ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০২৪

সনদপত্র

আপনি/আপনার প্রতিষ্ঠান ....বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন.... জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০২৪ এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনসাধারণকে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যায় আগ্রহ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

ক্যাটাগরি-সরকারি/আধাসরকারি: ২য় স্থান (যৌথভাবে)

আপনার/আপনার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

বন অধিদপ্তর

মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী
প্রধান বন সংরক্ষক
বন অধিদপ্তর

জাতীয় বৃক্ষমেলা ২০২৪ এর বিএডিসি প্রাপ্ত পুরস্কারের সনদপত্র

পুরস্কারের ক্রেস্ট

বিএডিসি'র সম্মেলন কক্ষে এডিপি সভা অনুষ্ঠিত

বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবন্থ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এডিপি সভায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

সংস্থার মনিটরিং বিভাগের উদ্যোগে প্রতিমাসে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । এর ধারাবাহিকতায় গত ১৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান। সভায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালকসহ সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন ।

সভায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি তুলে ধরা হয়। প্রত্যেক প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রমের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কাজসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সম্পাদন করার নির্দেশনা সভাপতি প্রদান করেন । তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রযোজ্য সকল ধরণের আর্থিক শৃঙ্খলা অনুসরণের ক্ষেত্রেও জোর তাগাদা প্রদান করেন । একইসঙ্গে ড্রয়িং-ডিজাইন অনুসরণ করে নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সকলকে আরও আন্তরিক এবং তৎপর হওয়ার জন্য গুরুত্বারোপ করেন । যেসব প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো কার্যকরভাবে দ্রুততার সহিত সমাধানপূর্বক প্রকল্পের কার্যক্রমকে বেগবান করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণকে পরামর্শ করেন ।

বিএডিসি'র প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদর দপ্তর কৃষি ভবনস্থ সেমিনার হলে গত ২৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে রিসোর্স পারসন হিসেবে লেকচার প্রদান করেন অতিরিক্ত সচিব (অবসরপ্রাপ্ত) জনাব মল্লিক সাঈদ মাহবুব

প্রশিক্ষণে রিসোর্স পারসন হিসেবে লেকচার প্রদান করেন অতিরিক্ত সচিব (অবসরপ্রাপ্ত) জনাব মল্লিক সাঈদ মাহবুব। জাতীয় শুদ্ধাচার বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সচিব উপসচিব) ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান এবং যুগ্মপরিচালক (নিয়োগ ও কল্যাণ) জনাব মোঃ ইয়াছিন আলী। সংস্থার নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগ এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণে বিএডিসি'র বিভিন্ন উইংয়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

বিএডিসি'র উপনিয়ন্ত্রক রিয়াজ উদ্দিন সিলভার প্লে-বাটন পুরস্কারে ভূষিত

পুরস্কার হাতে লেখক রিয়াজ উদ্দিন

লেখক, কবি, সাহিত্যিক এবং অনলাইন শিক্ষক হিসেবে সৃজনশীল কাজের জন্য বিএডিসি'র অতি পরিচিত মুখ জনাব রিয়াজ উদ্দিন, উপহিসাব নিয়ন্ত্রক (সদর), বিএডিসি, ঢাকায় কর্মরত রয়েছেন। তিনি ঘরে বসে নিজে নিজে ছন্দে ছন্দে প্রকৃত ও বিশুদ্ধ হিসাববিজ্ঞান শিখার মজার মজার কলা-কৌশল Online এ ফ্রি পাঠদানের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যপী ব্যাপক প্রসংশিত হয়েছেন। তার শিক্ষামূলক YouTube চ্যানেল `Poet of Accounting' ১ লক্ষ (১০০ক) সাবস্ক্রাইবার এর মাইলফলক অর্জন করায় সুদূর আমেরিকা হতে YouTube কর্তৃপক্ষ তাকে `Silver Play Button' পুরুস্কার প্রদান করেছেন। তিনি তার উক্ত চ্যানেলে iBAS++ পরিচালনা বিষয়ক বিভিন্ন টিউটরিয়াল ভিডিও প্রদান করে BADC তথা সমগ্র দেশের সরকারি চাকুরিজীবীদের ব্যাপক সহায়তা করছেন। ফলে সকলের নিকট iBAS++ ব্যবহারপূর্বক বিভিন্ন বিল পাস ও পরিশোধ প্রক্রিয়া আনন্দায়ক হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি সহজেই হিসাববিজ্ঞান শিখার সহজ উপায় নিয়ে তার লেখা সৃজনশীল, মৌলিক ও গবেষণামূলক দুইটি বই প্রাইভেট-কোচিং ছাড়াই শিক্ষার্থীদেরকে হিসাববিজ্ঞান শিখতে ব্যাপক সহায়তা করছে। তার এই গবেষণামূলক বইগুলোর স্বীকৃতি হিসেবে ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক কপিরাইট প্রদান করা হয়েছে। হিসাববিজ্ঞানের মত গাণিতিক একটি বিষয়ে তিনি সাহিত্যের প্রয়োগ ঘটিয়ে সকল কঠিন টপিকগুলোকে অত্যান্ত সহজ করে দিয়েছেন। ফলে শিক্ষার্থীরা তার লেখা এই বইগুলো রকামারি.কম এবং দারাজ.কমসহ ঢাকার নীলক্ষেত হতে সংগ্রহপূর্বক সহজেই শিক্ষক ব্যতীত হিসাববিজ্ঞান শিখতে এবং মনে রাখতে পারছে। তার রচিত 'লোভ-লালসার জটে, শালীনতা মানবতা মহা সংকটে' নামক জনপ্রিয় একটি কবিতার বইও রয়েছে। পাশাপাশি তিনি বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের নির্বাচিত 'অর্থ সম্পদ' এর দায়িত্ব পালন করছেন। তার এসকল অর্জনসহ YouTube হতে `Silver Play Button' পুরুস্কারে ভূষিত হওয়ায় বিএডিসি পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন জানানো হয়।

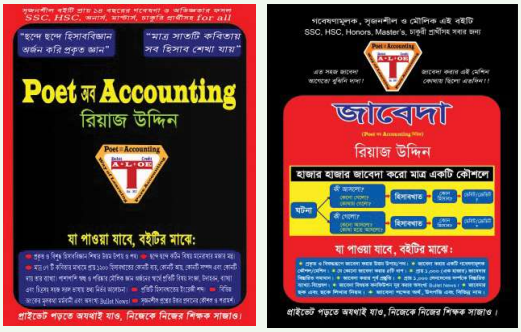

লেখক রিয়াজ উদ্দিনের আলোড়ন সৃষ্টিকারী জনপ্রিয় ২টি বই

বিএডিসি'র সেলস সেন্টারে কৃষি পণ্য ওএমএস (ওপেন মার্কেট সেল) শুরু

জনগণের কাছে সুলভে ও ন্যায্য মূল্যে বিভিন্ন ধরনের কৃষি পণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে কৃষি পণ্য ওএমএস কর্মসূচি ২০২৪ এর কার্যক্রম ১৫ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে।

কর্মসূচির আওতায় রাজধানীস্থ বিএডিসির চারটি সেলস সেন্টারে (কৃষি ভবন, সেচ ভবন, গ্রীন রোড ও গাবতলী) পর্যায়ক্রমে সর্বমোট ১০টি পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে। কৃষি পণ্য ওএমএস কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কৃষি খাদ্য পণ্য বিক্রয়ে ব্যাপক সাড়া মিলেছে। কৃষি পণ্য ওএমএস কর্মসূচির আওতায় বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত পণ্য হল ডিম, আলু, পিঁয়াজ, ডাল, পেঁপে, লাউ, পটল, মিষ্টি কুমড়া, মুখী কচু এবং কাঁচা মরিচ। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও সুলভ মূল্যে কৃষি পণ্য ক্রয় করতে পারায় স্বস্তিবোধ করে এবং এ ধরনের উদ্যোগকে ক্রেতারা স্বাগত জানিয়েছেন।

কৃষি ভবনের সেলস সেন্টারে ওএমএস কার্যক্রমে সাধারণ জনগণের উপচে পড়া ভীড়

দানাশস্যবীজ শোধন: বিএডিসি'র প্রেক্ষাপটে যৌক্তিকতা

ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন, উপব্যবস্থাপক, বিএডিসি, ঢাকা

ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন

ফসলের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও চাষিপর্যায়ে ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সরবরাহের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফসল উৎপাদন করাই হচ্ছে বিএডিসি'র অন্যতম ম্যান্ডেট। কৃষি উপকরণ এবং শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধির ফলে ফসল তথা বীজ উৎপাদনব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চুক্তিবদ্ধ চাষীদের নিকট থেকে বর্ধিতমূল্যে বীজক্রয়পূর্বক বীজের আনুষঙ্গিকব্যয় যোগ করে বীজের বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করার কথা থাকলেও সে হারে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয়না। নিজস্ব আয় কমে যাওয়ায় প্রতিবছরই বাজেট ঘাটতি থেকে যায় ফলে চুক্তিবদ্ধ চাষি কর্তৃক উৎপাদিত বীজের মূল্যসহ আনুষঙ্গিকব্যয় পরিশোধে বিএডিসি'র "বীজ ও উদ্যান" উইং কে হিমশিম খেতে হচ্ছে ফলে বীজের ৭ টি স্থায়ীধর্মী সাব-কার্যক্রমের আওতায় বাজেট ঘাটতিও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, বিএডিসি বগুড়ায় আমন ধান বীজের প্লিম

সংগৃহীত বীজ পরবর্তী বছর বিক্রয়পূর্বক চুক্তিবদ্ধ চাষীদের বীজের মূল্য পরিশোধ করতে হয়, সময়মত বীজের মূল্য না পাওয়ায় চুক্তিবদ্ধ চাষীদের সাথে বিএডিসি'র দূরত্ব তৈরি হচ্ছে যা ভবিষ্যতে সরকারিপর্যায়ে বীজ উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে বাধ্য। মন্ত্রণালয় থেকে "বীজ ও চারা" খাতে শুধু বীজের মূল্য পরিশোধের নিমিত্ত বাজেটে সামান্য পরিমাণ জিওবি বরাদ্দ পাওয়া যায় তাও আবার ৪ কিস্তিতে। উক্ত অর্থছাড়ে বিলম্বের কারণেও সময়মত বীজের মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। জিওবি বরাদ্দের অর্থছাড় ৪ কিস্তির স্থলে এককালীন পাওয়া গেলে কিছুটা হলেও বীজের মূল্য সময়মত পরিশোধ করা সম্ভব হতো।

বীজশোধন কার্যক্রমটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও ঢালাওভাবে সকল বীজ শোধন করা যেমন অনুচিত তেমন অবৈজ্ঞানিক। বাজেট ঘাটতির এহেন অবস্থায় বীজ শোধনের জন্য কেজিপ্রতি খরচ বৃদ্ধির বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট সকলকে ভাবতে হবে। হিসেব করে দেখা যায় যে, বর্তমানে বিএডিসিতে বীজ শোধনের ফলে কেজিপ্রতি বীজে ১০-১২ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয় যা মোট বীজ উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি করছে। মানসম্পন্নবীজ হতে হবে সম্পূর্ণ জীবানুমুক্ত এবং বীজমানের উপাদানসমূহ থাকতে হবে নির্দিষ্ট গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে। ফসলের মাঠমান ও বীজমান জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত। বিদ্যমান নিয়মে বীজ প্রত্যয়নের জন্য কোন বীজলটের বীজের বিশুদ্ধতা, অঙ্কুরোদগমক্ষমতা এবং আর্দ্রতার পরিমাণ বিবেচনায় নেয়া হলেও বীজের স্বাস্থ্যকে বিবেচনায় নেয়া হয় না। বীজের স্বাস্থ্য বিবেচনায় নেয়া না হলে বিদ্যমান মাঠমান এবং বীজমান দ্বারা বীজের মান নিশ্চিত করা যায় না কারণ বীজ ক্ষতিকর রোগের জীবাণু বহন করলে ফসলের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে (ফকির এবং আলী, ২০০৯)।

১০ অক্টোবর ২০১০ কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট নং ১৫৯ এ ৭ টি নোটিফাইড এবং ৭৩ টি নন-নোটিফাইড ফসলের মাঠমান এবং বীজমান নির্ধারণ করা হলেও বীজমান এর ক্ষেত্রে বীজের স্বাস্থ্য (Seed Health) অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। নির্ধারিত মাঠমান মোতাবেক এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির প্রত্যয়নের ভিত্তিতে গুনগতমানসম্পন্ন ভিত্তি ও প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করা হয়। সঠিকভাবে মাঠমান অনুসরণ করে বীজ উৎপাদনপূর্বক সংগ্রহ করা হলে বীজবাহিত রোগের উপস্থিতি একেবারেই কম বা না থাকারই কথা। বর্তমানে বীজবাহিত রোগ দ্বারা বিভিন্ন ফসল আক্রান্ত হওয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় বীজের স্বাস্থ্যকে বিবেচনায় নিয়ে বীজমান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বীজের স্বাস্থ্যকে বীজমানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হলে বীজ শোধনের জন্য আইনগত ভিত্তি তৈরি হবে।

বীজপ্রযুক্তিতে বীজশোধন (Seed Treatment) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ ফসল বিভিন্ন বীজবাহিত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এক হিসেবে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে বীজবাহিত রোগ দ্বারা বছরে শতকরা দশ ভাগ ফসলের ক্ষতি হয় যার অর্থমূল্য প্রায় এক হাজার কোটি টাকার সমান (ফকির, ১৯৯৭)। সরকারিপর্যায়ে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং বেসরকারিপর্যায়ে তিনশত এর অধিক বীজ কোম্পানি এবং এনজিও বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও আমদানির সঙ্গে জড়িত। বিএডিসি কর্তৃক উৎপাদিত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন বীজের মধ্যে বিগত কয়েক বছর থেকে বীজ বিতরণ মৌসুমের শুরুতে দানাশস্য বীজ বিশেষকরে ধান ও গমবীজ শোধনপূর্বক বিতরণ করা হচ্ছে। যদিও অনেক আগে থেকেই নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ফিউমিগেন্টস দ্বারা ফিউমিগেশন বা কীটনাশক দ্বারা স্প্রে এর মাধ্যমে বীজ সংরক্ষণাগারে সংরক্ষিত অবস্থায় বীজ পোকামুক্ত রাখার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বীজ বিশেষজ্ঞ বা কৃষি বিজ্ঞানীগণ বীজবাহিত রোগ বিশেষকরে ছত্রাকজনিত রোগ দমনের জন্য বীজ সরবরাহের পূর্বেই শোধন এর উপর জোর দিয়ে থাকেন। বিএডিসিতে কর্মরত বীজ বিজ্ঞানীগণও এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষন করেন না। তবে কখন, কোন পদ্ধতিতে, কোন ফসলের বীজ, কোন শ্রেণির বীজ, কোন উৎসের বীজ, সুনির্দিষ্ট কোন ছত্রাক এর বিপরীতে বীজ শোধন করা প্রয়োজন, ছত্রাকের উপস্থিতির পরিমান, ছত্রাকনাশকটি তরল নাকি পাউডারজাতীয়, এসব দিক বিবেচনায় না নিয়ে বীজ শোধন করা যৌক্তিক হবে না।

তরল ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধনের সময় বীজের আর্দ্রতা বেশি থাকলে ঐ বীজের অঙ্কুরোদগমক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমনকি

পূর্বের চেয়ে আর্দ্রতা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। আবার কোন কারণে শোধিত বীজ অবিক্রিত থেকে গেলে এবং তা অবীজ হিসেবে বিক্রি করলে মানুষ বা পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার উপযোগী নাও থাকতে পারে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৬ মার্চ ২০১৫ তারিখের ১৩৪ নং স্মারক মোতাবেক বিএডিসির বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত "Manual for Seed Processing and Preservation" যথাযথভাবে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। উক্ত ম্যানুয়ালে উল্লেখ আছে যে, একটি আদর্শ বীজ শোধক (Seed Treating Chemicals) হতে হবে রোগদমনে কার্যকর, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির জন্য ক্ষতিকর নয়, সহজে প্রয়োগযোগ্য এবং আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী।

এক্ষেত্রে বিএডিসিতে বর্তমানে বীজ শোধনে ব্যবহৃত বীজশোধক রাসায়নিক দ্রব্য কতটুকু আদর্শ তা নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন। দেখা যাচ্ছে, শোধিতবীজ কোন কারণে অবিক্রিত থাকলে এবং তা অবীজ হিসাবে বিক্রি করলে মানুষ বা পশুখাদ্য হিসাবে উপযোগিতা থাকে না। বিএডিসিতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রোভেক্স ২০০ডব্লিউপি এবং ভিটাফ্লো ২০০ এফএফ নামক ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধিত গমবীজের মধ্যে ১৬০টন গমবীজ অবিক্রিত অবস্থায় থেকে যায়। এ অবিক্রিত শোধিত গমবীজ খাবার উপযোগী কিনা তা পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিক্যাল রিসার্স সেন্টারে পাঠানো হয়। পরীক্ষান্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জানায় যে, এ বীজ পশু-পাখি এবং মানুষের খাবার অনুপযোগী। এমনকি সরাসরি মাটিতে না মিশিয়ে পুড়িয়ে বিনষ্ট করতে হবে যাতে মাটি, পানি ও পরিবেশ দূষণ না হয়। এ ছত্রাকনাশকের অনুমোদন নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং বিভিন্ন বালাইনাশকের একমাত্র অনুমোদনকারী প্রতিষ্ঠান। উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর স্মারক নং-৯৭৮, তারিখ-০২/০৮/২০১০ইং মোতাবেক ভিটাফ্লো ২০০এফএফ পাট ও গমবীজ শোধনের জন্য অনুমোদিত বলে উল্লেখ রয়েছে আবার একই দপ্তরের স্মারক নং-১১৫, তারিখ-২৩/০১/২০১২ মোতাবেক ছত্রাকনাশকটিকে বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার বীজে বীজশোধন বালাইনাশক হিসেবে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে বলেও উল্লেখ রয়েছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট এর উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের প্রবীণ বিজ্ঞানী ড. মোহাম্মদ আনসার আলী বলেন ভিত্তিবীজে প্রাকৃতিকভাবেই রোগের মাত্রা খুবই কম থাকে তাই বীজশোধক ব্যবহার করে ছত্রাক দমন করার প্রয়োজন নাই।

বীজ বিধিমালা, ১৯৯৮ এর বিধি-৯ মোতাবেক বীজকে মৌলবীজ, ভিত্তিবীজ, প্রত্যায়িত বীজ এবং মানঘোষিত বীজ এ ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এসব বীজের মধ্যে বিএডিসি ভিত্তিবীজ, প্রত্যায়িত বীজ এবং মানঘোষিত বীজ উৎপাদনপূর্বক সরবরাহ করে থাকে। জাতীয় বীজনীতি ও বিধিমালায় (The National Seed Policy, Seed Acts & Rules) বীজশোধন সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখ না থাকলেও কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ উইং এর স্মারক নং-কৃষি/বীজ উইং/বিবিধ-৭/২০০৭/২৭৯, তারিখ-২৯/০৯/২০০৮ মোতাবেক বিএডিসির বীজ কার্যক্রমে শুধু ভিত্তি ও প্রত্যায়িত মানের ধান, গম ও ভূট্টাবীজ শোধনের অনুমোদন রয়েছে। তবে কি ধরনের বালাই বিশেষকরে ছত্রাকের বিপরীতে কোন ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে এ ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নাই। যৌক্তিক কারণে ভিত্তিবীজের চেয়ে প্রত্যায়িত বীজ শোধন করা অধিকতর প্রয়োজন কারণ প্রত্যায়িত বীজের চেয়ে ভিত্তিবীজ অধিক নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উৎপাদন করা হয়। তবে এ সকল ফসলের মৌলবীজ শোধনের জন্য কোন নির্দেশনা রয়েছে কিনা তা জানা নাই। বীজবাহিত হওয়ার কারণে এ রোগ তো প্রজনন বীজ বা মৌলবীজ থেকেও ভিত্তিবীজে সংক্রমিত হতে পারে। তাই প্রজনন বীজ বা মৌলবীজ শোধনের উপরও জোর দিতে হবে। কৃষিপ্রযুক্তি সম্প্রসারণ সমন্বয় কমিটির ০৯ আগস্ট ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত ৯ম সভার সভাপতি এবং বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোঃ বখতিয়ার স্বাক্ষরিত কার্যবিবরণীর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হচ্ছে "শুধুমাত্র প্রদর্শনী ও প্রণোদনার বীজ বিএডিসি কর্তৃক শোধন করে দিতে হবে"। বর্ণিত অবস্থায় অন্যান্য বীজ শোধন না করাই হবে অধিকতর যুক্তিসংগত।

বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান উইং এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

* ২০২৩-২৪ উৎপাদন বর্ষে বিএডিসি কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের প্রায় ১.৬১০ লক্ষ মে.টন গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। এছাড়া ২০২২-২৩ বর্ষে উৎপাদিত বীজের মধ্যে প্রায় ১.৬৩০ লক্ষ মে.টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে;
* বিএডিসি'র মাধ্যমে ধান (আউশ, আমন ও বোরো), গম, ডাল ও তৈলবীজের বিভিন্ন জাতের প্রতিকূলতা সহিষ্ণু (খরা, লবণাক্ততা, জলমগ্নতা ও তাপসহিষ্ণু) বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে সুলভ মূল্যে সঠিক সময়ে সরবরাহ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে;
* বিএডিসি'র নিজস্ব বীজ উৎপাদন খামারে বিগত ২০২৩-২৪ উৎপাদন মৌসুমে ১০৪২.৮২০ মে.টন হাইব্রিড ধানবীজ ও ১.৩০০ মে.টন হাইব্রিড সবজিবীজ উৎপাদন করা হয়েছে;
* টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে মানসম্পন্ন বীজআলুর প্লান্টলেট উৎপাদন কার্যক্রমের আওতায় ২০২৩-২৪ উৎপাদন বর্ষে ৯,০৫,৯৪৪ টি ভাইরাসমুক্ত প্লান্টলেট উৎপাদন করা হয়েছে;
* কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ জার্মপ্লাজম সেন্টার। যেখানে রয়েছে নানা রকম দেশি-বিদেশি ফল ও ঔষধি গাছের সমাহার;
* জীব প্রযুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ২০১৮ সালে একটি অত্যাধুনিক Central Tissue Culture ও Seed Health Laboratory স্থাপন করা হয়েছে। Seed Health Laboratory তে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ELISA সহ অন্যান্য Serological test, PCR পদ্ধতিতে ব্যাক্টেরিয়াল উইল্ট রোগের Pathogen (Ralstonia solanacearum) সনাক্তকরণ এবং নিজস্ব কৌলিক সম্পদের DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
* নিয়ন্ত্রিত গ্রিন হাউজের সহায়তায় ক্রসিং এর মাধ্যমে আলুর নতুন জাত উদ্ভাবনের সুবিধা তৈরি হয়েছে। বেগুন, টমেটো ও মিষ্টিকুমড়াসহ অন্যান্য কয়েকটি ফসলের হাইব্রিড লাইন তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। গ্রিন হাউসের সহায়তায় Heat Tolerant চেরী টমেটোর জাত প্রবর্তনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে;
* Hydroponic/Aquaponic প্রযুক্তি, পলিটানেলের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি উৎপাদন প্রযুক্তি, PEN (Pest Exclusion Net), Clybio প্রযুক্তির মাধ্যমে সবজি ফসলের Fungal I Bacterial রোগ নির্মূল করা, ন্যানো টেকনোলজি (ICC-Ionic Cupric Copper) ব্যবহার করে সবজি ফসলের রোগ-বালাই দমন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

ধানবীজের চাষাবাদ পদ্ধতি

মীর এনামুল হক, উপব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) মহাব্যবস্থাপক বীজ দপ্তর, বিএডিসি, ঢাকা

মীর এনামুল হক

উফশী ধানের ফলন বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান শর্ত হলো উপযুক্ত চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করা। ধানবীজ উৎপাদনের উন্নত পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হলো:

বীজ বাছাই ও নির্বাচন

উন্নত ফলনের অন্যতম প্রধান উপকরণ হলো ভালো বীজ। ভালোমানের বীজ বাছাই ও নির্বাচনের জন্য বীজের যেসকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে-

- রোগমুক্ত
- পরিপুষ্ট
- সুস্থ
- পরিষ্কার
- মিশ্রণমুক্ত

১০ লিটার পরিষ্কার পানিতে ৩৭৫ গ্রাম ইউরিয়া সার ভালো ভাবে মেশাতে হবে। অত:পর ১০ কেজি বীজ ছেড়ে হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দিতে হবে। পুষ্ট বীজ ডুবে নিচে জমা হবে এবং অপুষ্ট, হালকা বীজ ভেসে উঠবে। হাত অথবা চালনি দিয়ে ভাসমান বীজগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। ভারী বীজ নিচ থেকে তুলে নিয়ে পরিষ্কার পানিতে ৩-৪ বার ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। ইউরিয়া মেশানো পানি সার হিসেবে বীজতলায় ব্যবহার করা যায়।

বীজ শোধন ও জাগ দেয়া

বাছাইকৃত বীজ দাগমুক্ত ও পরিপুষ্ট হলে সাধারণভাবে শোধন না করলেও চলে। তবে শোধনের জন্য ৫২০-৫৫০ সেলসিয়াস (হাতে সহনীয়) তাপমাত্রার গরম পানিতে ১৫ মিনিট বীজ ডুবিয়ে রাখলে জীবাণুমুক্ত হয়। বীজ যদি দাগযুক্ত হয় এবং বাকানি আক্রমণের আশঙ্কা থাকে তাহলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

৩ গ্রাম ছত্রাকনাশক ১ লিটার পানিতে ভালো ভাবে মিশিয়ে ১ কেজি পরিমাণ বীজ পানিতে ডুবিয়ে নাড়াচাড়া করে কয়েক ঘণ্টা রেখে দিতে হবে। এরপর বীজ পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। এভাবে শোধনকৃত বীজ বাঁশের টুকরি বা চটের বস্তায় ভরে খড়/বস্তা দিয়ে চাপা দিয়ে রাখতে হবে। এভাবে জাগ দিলে আউশ ও আমন মৌসুমের জন্য ৪৮ ঘণ্টা বা দুই দিনে, বোরো মৌসুমে ৭২ ঘণ্টা বা তিন দিনে ভালো বীজের অঙ্কুর বের হবে এবং বীজতলায় বপনের উপযুক্ত হবে।

বীজতলা

- দোঁআশ ও এঁটেল মাটি বীজতলার জন্য উত্তম।
- বীজতলার জমি উর্বর হওয়া প্রয়োজন।
- যদি জমি অনুর্বর হয় তাহলে প্রতি বর্গমিটার জমিতে ১০.০-১.৫ কেজি হারে জৈব সার (পচা গোবর বা আবর্জনা) সুন্দরভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- জমিতে ৫-৬ সেন্টিমিটার পানি দিয়ে দু'তিনটি চাষ ও মই দিয়ে ৭-১০ দিন রেখে দিতে হবে এবং পানি ভালোভাবে আটকিয়ে রাখতে হবে।
- জমির দৈর্ঘ্য বরাবর এক মিটার চওড়া বেড তৈরি করতে হবে।
- দু'বেডের মাঝে ৪০-৫০ সেন্টিমিটার জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে।
- বেড তৈরির ৩/৪ ঘণ্টা পর বীজ বোনা উচিত।
- বাকানি রোগপ্রবণ এলাকায় আবশ্যিকভাবে ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করতে হবে।

বিকল্প ব্যবস্থা

আমন মৌসুমে বন্যার পানি নেমে যাবার পর রোপা ধান চাষ বিলম্বিত হয়ে যায়। তখন উপযুক্ত বয়সের চারা উৎপাদন করার সময় থাকে না এবং বীজতলা করার উপযোগী জায়গাও পাওয়া যায়না। এ কারণে বিকল্প পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন ও রোপণের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন- ভাসমান বীজতলা ও ডাপোগ বীজতলা যা বন্যাদুর্গত এলাকায় করা যায়।

বীজতলায় বপন

প্রতি বর্গমিটার বেডে ৮০-১০০ গ্রাম অঙ্কুরিত বীজ বেডের উপর সমানভাবে বপন করতে হবে। বীজ বেডের উপর থাকে বলে পাখিদের নজরে পড়ে। তাই বপনের সময় থেকে ৪/৫ দিন পর্যন্ত পাহারা দিয়ে পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং নালা ভর্তি করে পানি রাখতে হবে।

সাধারণ পরিচর্যা

- বীজতলায় সব সময় নালা ভর্তি পানি ধরে রাখতে হবে।
- বীজ গজানোর ৪-৫ দিন পর বেডের উপর ২-৩ সেন্টিমিটার পানি রাখলে আগাছা ও পাখির আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- চারাগাছ হলদে হয়ে গেলে প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।
- ইউরিয়া প্রয়োগের পর চারা সবুজ না হলে সালফারের অভাব হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। তখন প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম করে জিপসাম সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।
- ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগের পর বীজতলার পানি ধরে রাখা উচিত।

জমি তৈরি

- উত্তমরূপে কাদা করে জমি তৈরি করলে বৃষ্টি বা সেচের পানির অপচয় কম হয়।
- প্রথম চাষের পর অন্তত ৭ দিন পর্যন্ত জমিতে পানি আটকে রাখা প্রয়োজন। এর ফলে জমির আগাছা, খড় ইত্যাদি পচে জৈব সারে পরিণত হবে যা থেকে পরবর্তীতে গাছের খাদ্য হিসেবে নাইট্রোজেন ও অন্যান্য খাদ্যোপাদান পাওয়া যাবে।
- কাদা করে জমি তৈরি করলে মাটিতে অক্সিজেনের শূন্যস্তর সৃষ্টি হওয়ার ফলে নাইট্রোজেন সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।
- উত্তমরূপে কাদা করা জমিতে অতি সহজে ধানের চারা রোপণ করা যায়। এরকম জমি সমতল হয় এবং সেচের পানি জমিতে সমানভাবে পৌঁছাতে পারে।
- শেষ চাষ ও মই দেয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জমি যথেষ্ট সমতল হয়। শেষ চাষের সময় অনুমোদিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

চারা উঠানো ও বহন

● বীজতলায় বেশি করে পানি দিয়ে বেডের মাটি নরম করে নিতে হবে। এমনভাবে চারা উঠাতে হবে যেন চারার কাণ্ড মুচড়ে বা ভেঙ্গে না যায়। শুকনো খড় ভিজিয়ে নিয়ে বাণ্ডিল বাঁধতে হবে।

● বীজতলা থেকে রোপণের জন্য চারা বহন করার সময় পাতা ও কাণ্ড মোড়ানো পরিহার করতে হবে। এজন্য ঝুড়ি বা টুকরিতে সারি করে সাজিয়ে পরিবহন করতে হবে। বস্তাবন্দি করে ধানের চারা কোনক্রমেই বহন করা যাবে না।

চারার বয়স

- আউশ : ২০-২৫ দিন
- আমন : ২৫-৩০ দিন
- বোরো : ৩৫-৪০ দিন

চারা রোপণের নিয়ম

● রোপণের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি থাকতে হবে।

● আউশ ও আমন মৌসুমে প্রতি গুছিতে ১টি করে সতেজ চারা রোপণ করাই যথেষ্ট।

● বোরো মৌসুমে ২-৩টি পর্যন্ত চারা এক গুছিতে রোপণ করা যেতে পারে।

● মাটির ২-৩ সেন্টিমিটার গভীরতায় চারা রোপণ করা উত্তম।

● সারিতে চারা রোপণ করতে হবে।

● সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২০ সেন্টিমিটার এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২০ সেন্টিমিটার বজায় রাখতে হবে।

আগাছা দমন

● সাধারণত আমন ও বোরো মৌসুমের চেয়ে আউশ মৌসুমে বিশেষ করে বোনা আউশে আগাছার উপদ্রব বেশি হয়।

● রোপা জমিতে ৫-১০ সেন্টিমিটার পানি রাখলে জমিতে আগাছা কম জন্মায়।

● আউশ ও আমন মৌসুমের জন্য ৩০-৪০ দিন এবং বোরো মৌসুমের জন্য ৪০-৫০ দিন জমি আগাছামুক্ত রাখা উচিত।

● রোপা ধানে কমপক্ষে দু'বার আগাছা দমন করতে হয়। প্রথমবার ধান লাগানোর ১০-১৫ দিন পর এবং পরের বার ৩০-৩৫ দিন পর।

● নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহারে ধানের দু'সারির মাঝের আগাছা দমন হয়। কিন্তু দু'গুছির ফাঁকে যে আগাছা থাকে তা হাত দিয়ে তুলতে হবে।

● আগাছা তুলে মাটির ভিতর পুঁতে দিলে তা পচে জৈব সারের কাজ করে।

সারের মাত্রা

মৌসুম, মাটির প্রকারভেদ, বিভিন্ন জাতের জীবনকাল ও ফলনের তারতম্যের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সারের মাত্রার তারতম্য হতে পারে। মৌসুম ও বিভিন্ন জাতের জীবনকালের ওপর ভিত্তি করে সারের মাত্রা নিম্নরূপ:

মৌসুম	জীবনকাল (দিন)	সারের মাত্রা (কেজি/বিঘা)				
		ইউরিয়া	টিএসপি/ডিএপি	এমওপি	জিপসাম	দস্তা
আউশ	১০০-১১০	১৮	৭	১১	০	০
আমন	>১৪৫	২৬	৮	১৪	৯	০
আমন	১৩৫-১৪৫	২২	৮	১৪	৯	০
আমন	<১২৫	২০	৭	১১	৮	০
বোরো	>১৫০	৪০	১৩	২২	১৫	১.৫
বোরো	<১৫০	৩৫	১২	২০	১৫	১.৫

মাটির উর্বরতার ওপর ভিত্তি করে সারের মাত্রা:

মাটির উর্বরতা	সারের মাত্রা (কেজি/বিঘা)				
	ইউরিয়া	টিএসপি/ডিএপি	এমওপি	জিপসাম	দস্তা
বোরো মৌসুম					
খুব কম উর্বর	৩৫-৪০	১৩-১৫	১৫-১৬	১১-১২	১.৩
কম উর্বর	৩০-৩৫	১০-১২	১২-১৪	৮	১.০
মধ্যম	২৫-৩০	৭-১০	৮-১১	৫	০.৭
আমন মৌসুম					
খুব কম উর্বর	২৬	১০	১৬	৭	১.০
কম উর্বর	২৩	৭	১১	৬	০.৮
মধ্যম	২০	৬	৮	৫	০.৭
আউশ মৌসুম					
খুব কম উর্বর	১৮	৮	১১	৪	০
কম উর্বর	১৫	৭	৯	৩	০
মধ্যম	১১	৬	৭	২	০

সেচ প্রয়োগ

❍ চারা রোপণের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি রাখতে হবে। রোপণের পর ১০ থেকে ১২ দিন পর্যন্ত জমিতে আধা ইঞ্চির মতো দাঁড়ানো পানি রাখা উচিত।

❍ বোরো মৌসুমে চারা লেগে যাওয়ার পর থেকে সেচ প্রয়োগে পর্যায়ক্রমে ভেজানো ও শুকানো পদ্ধতি (AWD) অবলম্বন করা প্রয়োজন। এতে করে পানি সাশ্রয় হবে এবং সেচ খরচ এক তৃতীয়াংশ কমে আসবে।

❍ বোরো জমির ওপরের মাটিতে চুল ফাটা দেখা দেয়ার সাথে সাথে পুনরায় সেচ প্রয়োগ করতে হবে।

❍ চারা রোপণের পর থেকে প্রথম দুই মাস জমিতে ছিপছিপে পানি রাখতে হবে। এতে কার্যকরী কুশির সংখ্যা বাড়বে।

❍ কাইচথোড় আসার পর থেকেই ১ ইঞ্চির মতো দাঁড়ানো পানি রাখতে হবে।

❍ ধানের পাকা রং ধারণের সময় থেকে ক্রমান্বয়ে জমিতে পানি সেচ বন্ধ রাখতে হবে। এতে করে তাড়াতাড়ি ধানের পরিপক্বতা আসবে।

❍ আমন মৌসুমে বৃষ্টিনির্ভর ধানের জমিতে যে কোন পর্যায়ে সাময়িকভাবে বৃষ্টির অভাবে খরা হলে অবশ্যই সম্পূরক সেচ দিতে হবে। প্রয়োজনে সম্পূরক সেচের সংখ্যা একাধিক হতে পারে। তা না হলে ফলনে মারাত্মক প্রভাব পড়বে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

❍ জমিতে চারা রোপণের পর পরই প্রতি বিঘা জমিতে পার্চিং এর জন্য কমপক্ষে ৫-৭টি ডাল (শাখাযুক্ত) বিক্ষিপ্তভাবে পুঁতে দিতে হবে।

❍ জমিতে কুশি গজানো আরম্ভ হওয়ার পর থেকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার করে আলোর ফাঁদ স্থাপনের মাধ্যমে উপকারী ও অপকারী পোকার অবস্থান এবং সংখ্যা জরিপ করা উত্তম।

❍ পোকামাকড় ও রোগ দমনের জন্য উপযুক্ত বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে।

ফসল কর্তন

❍ জমির শতকরা ৮০ ভাগ ধান পরিপক্ক হবার সাথে সাথে শুষ্ক আবহাওয়া দেখে ধান কর্তন করতে হবে।

❍ ধান গাছের গোড়ার দিকে ৮ ইঞ্চি পরিমাণ নাড়া রেখে ফসল কর্তন করতে হবে। পরবর্তী ফসল আবাদের আগে জমির শুকনো নাড়া পুড়িয়ে ফেলা উচিত। এতে করে বাদামি গাছ ফড়িংসহ অন্যান্য পোকা ও রোগ-জীবাণু ধ্বংস হবে।

❍ দ্রুত এবং সাশ্রয়ী কর্তনের জন্য সম্ভব হলে রিপার/হার্ভেস্টার ব্যবহার করতে হবে ।

তথ্য সূত্র: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি তথ্য সার্ভিস

মাস অনুযায়ী ফসল চাষ পঞ্জিকা

ক্রমিক নং	মাসের নাম	প্রধান ফসলের রোপণকাল	প্রধান ফসলের কর্তনকাল
১।	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	মুগডাল, পেঁপে, ডাটা, লালশাক, করলা, শসা এবং ঢেঁড়স।	আলু, আদা, সরিষা এবং শীতকালীন সবজি।
২।	মার্চ-এপ্রিল	আউশ, বোনা আমন, পাট, খরিফ ভুট্টা, গ্রীষ্মকালীন সবজি যেমন, চালকুমড়া, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল উত্যাদি এবং তোষাপাট	মসুর, খেসারি, আলু, গম এবং ভুট্টা করলা, শসা ইত্যাদি
৩।	মে-জুন	রোপা আমন, চিনাবাদাম (খরিফ), গ্রীষ্মকালীন টমেটো	বোরো ধান, সয়াবিন, এবং মুগডাল
৪।	জুলাই-আগস্ট	সয়াবিন (খরিফ), আগাম শীতকালীন সবজি	ভুট্টা (খরিফ), আউশ, গ্রীষ্মকালীন সবজি এবং দেশী পাট।
৫।	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আলু, মসুর, সরিষা, মাষকলাই, টমেটো ও অন্যান্য শীতকালীন সবজি	তোষাপাট, চিচিঙ্গা, চিনাবাদাম, টমেটো (গ্রীষ্মকালীন), ঢেঁড়স, কচু, লতি ইত্যাদি
৬।	নভেম্বর-ডিসেম্বর	গম, ভুট্টা (রবি), সয়াবিন (রবি), মিষ্টিকুমড়া	আমন, সয়াবিন (খরিফ), শিম, মরিচ, লালশাক, মিষ্টি কুমড়া, এবং লাউ সহ সকল শীতকালীন সবজি।

ঝালকাঠিতে বীজের আপদকালীন মজুদ কর্মসূচি (বীআমক) জোনের চুক্তিবদ্ধ চাষির সফলতার গল্প

ড. মোঃ মোজাফফর হোসেন, কর্মসূচি পরিচালক (বীআমক), বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা

ড. মোঃ মোজাফফর হোসেন

চাষীর নামঃ মোঃ সহিদুল ইসলাম
রেজিস্টেশন নং-১৯৩
ব্লক : বরিশাল
স্কিম : কলসকাঠি
বাকেরগঞ্জ, বরিশাল।
মোবাইল নং : ০১৭১২-৫৮৯৪০৮

মোঃ সহিদুল ইসলাম ২০০৫ সাল থেকে দীর্ঘ ০৭ (সাত) বছর সুদূর জাপান প্রবাসী জীবন খেটে ভাগ্যের তেমন কোন পরিবর্তন করতে না পারায় হতাশ হয়ে পরেন। তাই এক বুক আশা নিয়ে তার নিজস্ব জমিতে ফসল ফলিয়ে সংসারের হাল ধরবেন বলে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে দেখেন, তার বাকেরগঞ্জ জেলা আগের মতই অসময়ে অতিবৃষ্টি, সাইক্লোন, মাটিতে লবনাক্ততা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দূর্যোগ লেগেই আছে। দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় প্রতি বছরই ফসলহানি ঘটে তা তার অজানা ছিল না। উপায়ান্তর না দেখে বেছে নেন পুরাতন জাহাজভাঙ্গা লোহালক্করের ব্যবসা। ব্যবসায় সফলতার আশায় আশায় ১০ বছর কাটালেও বড় ধরনের পুঁজি বিনিয়োগ না করতে পারায় ব্যবসায় ভাগ্যের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেন নাই। এমনি এক সময়ে ঝালকাঠি পৌরসভা এলাকায় দেখতে পান বিএডিসি'র বীজের আপদকালীন মজুদ কর্মসূচির সাইনবোর্ড। বোর্ডের দিকে প্রায় ১০(দশ) মিনিট অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মনস্থির করেন এখানকার কার্যক্রম নিয়ে কথা বলার। অফিসে ঢুকে দেখা মিলে ভারপ্রাপ্ত সিনিয়র সহকারী পরিচালক জনাব সুব্রত দেউরীর সাথে। এ কর্মসূচির আওতায় দূর্যোগপূর্ণ এলাকায়ও বিশেষ বিশেষ জাত ও কলাকৌশল এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে একই জমিতে মৌসুম ভিত্তিক বোরো ও আমন ধানবীজ উৎপাদন সম্ভব তা তিনি জানতে পারেন। সহিদুল ইসলাম বুঝতে পারেন তার কলসকাঠি ইউনিয়নের এক ফসলি জমি হিসাবে স্থানীয় জাতের আমন চাষাবাদের স্থলে উচ্চফলনশীল আধুনিক জাত এবং বছরের প্রায় সব সময় অবহেলায় পরে থাকা জমি দুই ফসলি হিসাবে রুপান্তর করা সম্ভব।

জাতঃ ব্রি-ধান৭৪, স্কিমলিডারঃ মোঃ সহিদুল ইসলাম

এ সময় সহিদুল ইসলাম, জানতে পারেন তার এলাকার কৃষিবিদ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিএডিসি'র একজন বড় অফিসার। তাই সহিদুল ইসলাম কালবিলম্ব না করে ঢাকায় দেখা করেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এর সাথে। পেয়েও যান উপযুক্ত পরামর্শ ও মনের সাহস। দেয় প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সদস্য পরিচালক মহোদয় দুইবার তার কলসকাঠি ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন এবং এলাকার চাষিদের একত্র করে ধানবীজ উৎপাদনের পরামর্শ প্রদান করেন। এ পরামর্শ অনুযায়ী সহিদুল ইসলাম স্থানীয় জাতের পরিবর্তে দূর্যোগ প্রবণ এলাকার বন্যাসহিষ্ণু, লবনাক্ততা সহিষ্ণু, স্বল্পমেয়াদি, আগাম এবং উচ্চফলনশীল জাতের কথা জানতে পারেন। এটা জানতে পেরে বীআমক ঝালকাঠির সহোযগিতায় ২০২১-২২ মৌসুমে ১০৩.০০০ একর বীজ ফসলের ০৩ (তিন) টি স্কিম সার্ভে করেন। গত বছরে বোরো ও আমন মৌসূমে বীজের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদন করে বিএডিসিতে বীজ সরবরাহ করেন। ২০২৩-২০২৪ বোরো মৌসুমে তিনটি স্কিমে ব্রিধান১০০ জাতের ৩০.০০০ (একর) ও ব্রি ধান৭৪ জাতের ৫০.০০০ একর মোট ৮০.০০০ একর জমিতে বোরো ধানবীজ ফসল চাষাবাদ করেন। যেখান থেকে বিএডিসি'র নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৮০.০০ মে. টন বীজ দেয়া সম্ভব হবে। বিএডিসি'তে এ বীজ সরবরাহ করে বীজ, অবীজ ও বাইপ্রোডাক্ট বিক্রয় করে প্রায় ৪০,০০,০০০/-(চল্লিশ লক্ষ) টাকা আয় হয়েছে। এতে তার নীট লাভ হয় প্রায় ১১,০০,০০০/-(এগারো লক্ষ) টাকা। কৃষিতে অনেক পিছিয়ে থাকা কৃষকদের সমবায়/সমলয়ের মাধ্যমে এলাকার চাষিদের একত্রিত করে একত্রে চাষাবাদের উদ্যোগ গ্রহণকারি বিএডিসি'র চুক্তিবদ্ধ বীজ উৎপাদন চাষি সহিদুল ইসলাম একজন কৃষি উদ্যেক্তা হিসাবে কলসকাঠি ইউনিয়নে চাষিদের নিয়ে সরকারি ভর্তূকি মূল্যে ট্রাক্টর, প্লান্টার ও হারভেস্টার ক্রয় করে চাষাবাদ করে বিএডিসিতে বীজ সরবরাহ করে পূর্বের থেকে অনেক লাভবান ও স্বাবলম্বি হয়েছেন। সহিদুল ইসলাম দৃঢ়ভাবে বিএডিসি'ল বীআমক এর সফলতা কামনা করেন, একই সাথে পুরো কলসকাঠি ইউনিয়নে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রত্যাশা করেন।

কৃষকের মন্তব্য : স্বাধীনতার পর কখনো আমার এলাকায় বোরো ধানের আবাদ দেখেনি। বিএডিসি'র কল্যাণে দুই বীজ মৌসুমেই ঘরে তুলতে পারছি। আমার এলাকায় এখন হার্ভেস্টার দ্বারা দ্রুত ফসল কর্তণ করায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে তেমন ফসলহানি ঘটে নাই। বিএডিসি'তে বীজ সরবরাহ করে নায্যমূল্যে পাওয়ায় এখন আমি পূর্বের তুলনায় আর্থিক ভাবে অনেক স্বাবলম্বী হয়েছি। এছাড়াও তিনি আশা করেন বিএডিসি'র সেচ বিভাগের মাধ্যমে তাঁর এলাকায় অনিয়ন্ত্রিত লোনাপানি নিয়ন্ত্রেণের জন্য অবকাঠামোগত সহায়তা ও বাস্তবায়ন করা গেলে কৃষি ক্ষেত্রে আরো উন্নয়ন সম্ভব হবে।

অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসের কৃষি

অগ্রহায়ণ: নবান্নের মৌ মৌ গন্ধে আর পিঠা পায়েসের সমারোহে অগ্রহায়ণের আগমন। এ সময় কৃষকের কাজের অন্ত নেই।

আমন ধান: আমন ধান কাটার ভরা মৌসুম। আমন ধান কেটে স্তুপ করে না রেখে মাড়াই করে ফেলতে হবে। গরু দিয়ে মাড়াই না করে কাঠ বা ড্রামের উপর ধানের আঁটি পিটিয়ে মাড়াই করা ভাল। ইদানিং প্যাডেল থ্রেসার দিয়ে মাড়াই কাজ অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। যন্ত্রটির দাম কম, সহজে বহনযোগ্য এবং কর্মক্ষমতাও ভাল। মাড়াই করা ধান ভাল করে শুকিয়ে পরিষ্কার করে তারপর গোলাজাত করতে হবে। বীজ ধানের ক্ষেত্রে ফুল আসার সময় এবং ধান কাটার আগে যে জাতের ধান লাগানো হয়েছে তা থেকে ভিন্ন জাতের বিজাত তথা -খাটো, লম্বা, আগে পরে ফুল আসা, রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। বীজের ক্ষেত্রে মাড়াই ঝাড়াই শুকানো সকল কাজ আলাদাভাবে করতে হবে। বীজ ধান দাঁত দিয়ে কামড় দিলে কট শব্দ হয় এমনভাবে শুকিয়ে বায়ুবদ্ধ পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

বোরো ধান: বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উপযুক্ত সময় এখন। বীজতলা সাধারণত কম উর্বর জমিতে করা হয়ে থাকে। এটা কখোনো করা যাবে না। বরং উর্বর একটু উচু জমিতে প্রয়োজন মত জৈব সার দিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হবে। শীতে চারার বাড়ন্ত কমে গেলে ভোরে ভূগর্ভস্থ পানি দিয়ে প্লাবন সেচ দিলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়। জমিতে উর্বরতা ও চারার বাড়ন্ত অবস্থা অনুযায়ী সার ব্যবহার করতে হবে।

গম: এ মাসের প্রথম পনের দিনের মধ্যে গম বীজ বপন করতে পারলে ভালো হয়। এর পরে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য গমের ফলন হেক্টরে প্রতি ৫ কেজি কমে যেতে পারে। গম চাষের জন্য জমি উত্তমরূপে চাষ করে একর প্রতি ৭০ কেজি ইউরিয়া, ৭০ কেজি টিএসপি ও ৫০ কেজি এমওপি সার নিয়মমাফিক প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রভোক্স বা অন্য ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজশোধন করে নিলে বীজ ও চারা গাছ রোগ বালাইয়ের আক্রমন থেকে রক্ষা পায়। সেচসহ হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি ও সেচ ছাড়া ১০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

আলু: এ মাসের ১ম পক্ষের মধ্যে আলু লাগানো শেষ করতে হবে। উত্তমরূপে জমি প্রস্তুত করে সারি করে আলু লাগাতে হবে। প্রতি একর জমিতে ৬০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হবে। প্রতি একরে ১২০:১২০:১৪০ কেজি হারে ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি এবং ২৪০ কেজি খৈল সার দিতে হবে।

শীতকালীন সবজি: ইতোপূর্বে লাগানো ফুলকপি, বাধাকপি, টমেটো, বেগুন, মূলা, লেটুস, শালগম, গাজর ফসলের প্রতিটি গাছ আলাদাভাবে যত্ন নিতে হবে। এ সকল সবজির বীজ ও চারা লাগানো এ মাসেও অব্যাহত থাকে।

ডাল ও তৈল বীজ: ইতোমধ্যে স্বল্পকালীন সরিষাজাতে ফুল ধরা শুরু হয়েছে। সরিষার মাঠে মৌবক্স ব্যবহার করলে সরিষার ফলন বৃদ্ধি পাবে। মসুর, ছোলা, খেসারী মটর ফসল মাঠে বাড়ন্ত অবস্থায় থাকে। এসব ফসলের খুব একটা পোকামাকড় হয় না। রোগবালাই দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে। সয়াবিন ও বাদাম বীজবপন এ সময় শুরু করতে হবে।

পৌষ মাস: এ মাস হতে বোরো ধান লাগানো শুরু করা যায়। চারা উঠানোর ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যাতে শিঁকড় ছিড়ে না যায়। ২/১ টি সুস্থ সবল চারা লাইনে লাগাতে হবে। সব চারা না বাঁচলে শুন্যস্থান পূরণ করতে হবে। জমির উর্বরতার উপর ভিত্তি করে পরিমাণমত সার সুপারিশ মাফিক প্রয়োগ করতে হবে।

গম: গমের বাড়ন্ত অবস্থায় ফুল আসার আগে একবার হালকা সেচ দিলে ফলন অনেক বেড়ে যায়। সাধারণত গম ক্ষেতে পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না।

আলু: আলু ফসলের এখন বাড়ন্ত অবস্থা। আলু আগাম ধ্বসা রোগ খুবই মারাত্মক এবং এতে আলুর ফলন শতভাগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবহাওয়া ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্নসহ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হলে আলুর এ মড়ক রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ রোগ আক্রমনে প্রথম অবস্থায় গাছের পাতার উপরে ফ্যাকাশে দাগ পড়ে। পরে এ দাগের সংরক্ষণ ও বিস্তার দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ২/৩ দিনে সম্পূর্ণ গাছকে পঁচিয়ে ফেলে। এ রোগের প্রতিষধকরূপে রোগের অনুকূলে আবহাওয়া বিরাজ করলে প্রতি তিন দিন অন্তর ডাইথেন -৪৫ বা অন্য অনুমোদিত ছত্রাক নাশক স্প্রে করতে হবে।

ডাল ও তৈল: সরিষা ফসলে (দীর্ঘ মেয়াদজাত) হালকা সেচ দিতে হবে। সরিষার জাব পোকা দেখা দিলে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। বৃহত্তর বরিশাল পটুয়াখালী অঞ্চলে এ সময় মুগ বীজ বপন শুরু করতে হবে। মাটিতে রস না থাকলে ডাল ফসলের জমিতে হালকা সেচ দিতে হবে।

অন্যান্য ফসল: এ সময়ে বৃষ্টিপাত হয় না বলে সবজি ও মসলা ফসলে প্রয়োজনীয় সেচ দিতে হবে। এ মাসেই পটলের লতা লাগানো যেতে পারে।

'বিএডিসি'র বীজ বপন করুন
অধিক ফসল ঘরে তুলুন'

বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের মিরপুর খামারে জীব প্রযুক্তি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ২৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান মিরপুর খামারে জীব প্রযুক্তি প্রকল্পের আওতায় ল্যাবরেটরি কাম অফিস ভবন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন।

মেধাবী মুখ

নুসরাত জাহান স্নেহা ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে মোহাম্মদপুর সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (এ+) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

স্নেহা বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন এর কন্যা। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে সংস্থার কৃষি পুলের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রহুল আমিন খান

বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে সংস্থার প্রকৌশল পুলের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রহুল আমিন খান

বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে মাসিক সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রহুল আমিন খান

বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায় স্থাপিত এক কিউসেক সোলার এলএলপি সেচ স্কিম

বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত ঝালকাঠি জেলার নলছিটিতে কালাধা খাল রাবার ড্যাম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ইমেল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন , ১১২/২ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।